চন্দ্রকেতুগড় শহীদুল্লাহ্ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়

দেবালয়, বেড়াচাঁপা, উত্তর ২৪ পরগণা

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় স্মৃতি পক্ষ উদ্‌যাপন

নির্বাচিত রচনা পাঠ প্রতিযোগিতা

স্থান ঃ কলেজের সেমিনার হল তারিখ ঃ ২৩ শে জুন, ২০২৬ সময় ঃ দুপুর ১২ টা

-ঃ নিয়মাবলী ঃ-

অংশগ্রহন করতে ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীকে নির্দিষ্ট সময়ে কলেজে উপস্থিত হয়ে বিচারক মন্ডলীর সামনে নীচে সংযুক্ত করা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রচিত ''পঞ্চাশের মন্বন্তর'' এর নির্বাচিত অংশটি পাঠ করতে হবে। পাঠের গুণগত মান বিচার করে প্রথম তিনজন অংশগ্রহনকারীকে পুরস্কৃত করা হবে এবং প্রত্যেকঅংশগ্রহনকারীকে অংশগ্রহনের শংসাপত্র প্রদান করা হবে।

ড.শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রচিত "পঞ্চাশের মন্বন্তর"-এর নির্বাচিত অংশ

“বাংলার সমস্যা আজ বড় নিদারুণ। কেবল অন্নসত্র খুলিয়া ইহার সমাধান হইবে না। পল্লী-অঞ্চলে খাদ্য একেবারে অমিল। পেটের জ্বালায় ও দুর্দশার তাড়নায় মানুষ গ্রাম ছাড়িয়া দলে দলে শহরে আসিতেছে। আশা, শহরে আসিলে খাদ্য পাইবে। মৃত ও মুমূর্ষুর সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছ। লক্ষ লক্ষ নরনারী জীবনীশক্তির শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে–ইহাদের মধ্যে মধ্যবিত্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারেরাও আছেন। অবিলম্বে প্রতিকার না হইলে ইহারা একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবেন।

মানুষ ঘরবাড়ি ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িতেছে। ছন্নছাড়া হইয়া কে কোথায় ছিটকাইয়া পড়িতেছে, ঠিক নাই। গোষ্ঠীবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো দ্রুত ভাঙিয়া পড়িতেছে।

রুগ্ন কঙ্কালসার শিশুগুলি বাংলার ভবিষ্যৎ শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি যত দ্রুত সম্ভব সাহায্যের ব্যবস্থা করিতেছে; স্থানীয় লোকজনের মধ্যেও তাহারা অনুপ্রেরণা জাগাইয়াছে। কিন্তু খাদ্যবস্তুর অভাবে সকল চেষ্টা বাধাগ্রস্ত হইতেছে। আবার খাদ্য যদিই বা কোনপ্রকারে সংগৃহীত হয়, যানবাহনের অসুবিধায় উহা যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দেওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে।

সরকারের পরিকল্পিত ব্যবস্থায় বিশেষ কিছু কাজ হইবে বলিয়া মনে হয় না। দশজনকে লইয়া পরস্পরের সংযোগ-সূত্রে কাজ করিবার ব্যবস্থা তাহাতে নাই। যে কোন মূল্যেই চাউল কিনিতে হইবে–এই বেপরোয়া নীতির ফল আজ মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাংলাদেশে খাদ্যশস্যের যথেষ্ট স্বল্পতা রহিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে সরকারকে সরবরাহ ও বণ্টন–উভয়েরই পূর্ণ ভার লইতে হইবে; ঐ দুইটি ব্যাপার এমন ভাবে চালাইতে হইবে, যাহাতে খাদ্যের অভাবে কোন শ্রেণীর লোককেই উপবাস করিতে না হয়। কিন্তু ইহার জন্য চাই, এমন গভর্নমেন্ট–যাহার উপর দেশের সর্বশ্রেণীর আস্থা আছে। গভর্নমেন্টের স্বার্থ ও দেশবাসীর স্বার্থ অভিন্ন হইলে তবেই জাতীয় কল্যাণের এই নীতি সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে।”